মুকেশ কুমার

বনাম

ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা

(২০২০ সালের (ফৌজদারি) রিট পিটিশন নম্বর ৪০)

২৯শে জানুয়ারি, ২০২০

[আর. ভানুমতী, অশোক ভূষণ এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতিগন]

ভারতীয় সংবিধান-অনুচ্ছেদ ৩২,৭২ এবং ১৬১-মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর দায়ের করা প্রাণভিক্ষার আবেদন প্রত্যাখ্যান-বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা-আবেদনকারীকে নির্ভয়ার মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল যা ভুক্তভোগীর গণধর্ষণের সাথে সম্পর্কিত-বিচার আদলত ঘটনাটিকে 'বিরলতম ঘটনা' হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে এবং আবেদনকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে – হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করেছে – আবেদনকারী তার সমস্ত প্রতিকার চেষ্টা করার পর ১৪.০১.২০২০ তারিখে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে/ধারা ৭২ এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে/ধারা ১৬১ অনুসারে তিহার জেলের সুপারিনটেনডেন্টের মাধ্যমে করুণার আবেদন দাখিল করেছেন – আবেদনকারীর করুণার আবেদন ১৫.০১.২০২০ তারিখে বিবাদী নং ১-লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং ১৭.০১.২০২০ তারিখে ভারতের রাষ্ট্রপতি খারিজ করে দিয়েছেন – সুপ্রিম কোর্টের সামনে আবেদনকারীর লিখিত আবেদন – আবেদনকারী তার মৃত্যুদণ্ড কমানোর আবেদন করেছেন এই কারণে যে: (i) ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়নি এবং করুণার আবেদন বিবেচনা করার সময় সেগুলি বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছিল; (ii) করুণার আবেদন খারিজের ক্ষেত্রে একটি পূর্বনির্ধারিত অবস্থান এবং সম্পূর্ণ অ-মনস্কতা ছিল; (iii) আবেদনকারী দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্জন কারাবাসে ছিলেন; (iv) কারাগারে বন্দীদের কষ্টের মতো প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনা না করা; (v) আবেদনকারীর করুণার আবেদন বিবেচনা করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং নির্দেশিকা পালন না করা - স্থির করা হয়েছে: সুপ্রিম কোর্ট ধারাবাহিকভাবে মনে করেছে যে সংবিধানের ধারা ৭২ এবং ১৬১ অনুসারে নির্বাহী আদেশ সীমিত বিচারিক পর্যালোচনার বিষয় হওয়া উচিত - স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দিল্লির এনসিটি এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কার্যালয়ের যোগাযোগ সম্বলিত দুটি ফাইল এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে পেশ করা নোট সম্বলিত ফাইলটি পর্যালোচনা করা হয়েছে - দেখা গেছে যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি যেমন -

বিচারিক আদালত , হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়, মামলার নথি, পর্যালোচনা/নিরাময়মূলক আবেদনের বিবরণ এবং আবেদনকারীর অন্যান্য বিবরণ যেমন অতীতের অপরাধের ইতিহাস ইত্যাদি, দিল্লির এনসিটি সরকারের সুপারিশ, সবই করুণার আবেদনের সাথে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ এবং উপস্থাপন করা হয়েছিল - সুতরাং, প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছিল এই যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা নেই-আরও, এটি অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে যেখানে ক্ষমতাটি খুব উচ্চ কর্তৃত্বের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, এটি অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে উক্ত কর্তৃপক্ষ সমস্ত দিকের উদ্দেশ্যমূলক বিবেচনার পরে সতর্কতার সাথে কাজ করবে-দ্রুত প্রত্যাখ্যানের আবেদনকারীর ক্ষমা আবেদন পর্যালোচনার ভিত্তি নয় এবং এটি পরামর্শ দেয় না যে পূর্বনির্ধারিত এবং মনের প্রয়োগ ছিল না-কারাগারে আবেদনকারীর কথিত দুর্ভোগের ক্ষেত্রে, নারায়ণ দত্ত এবং অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্য একটি, এপুরু সুধাকর এবং অন্যান্যরা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এবং শত্রুঘ্ন চৌহান এবং অন্যান্যরা বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা মামলায় নিষ্পত্তিকৃত আইনি অবস্থান অনুসারে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭২/১৬১ অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগের বিরোধিতা কেবলমাত্র সেই ভিত্তিতেই প্রযোজ্য যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে - কারাগারে অভিযোগিত দুর্ভোগ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭২ অনুসারে গৃহীত নির্বাহী আদেশের বিচারিক পর্যালোচনার ভিত্তি হতে পারে না যা আবেদনকারীর করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে - ফলস্বরূপ, ভারতের রাষ্ট্রপতির আবেদনকারীর করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশের বিচারিক পর্যালোচনার কোনও ভিত্তি ছিল না।

শত্রুঘ্ন চৌহান এবং আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (২০১৪) ৩ এস. সি. সি. ১:[২০১৪] ১ এস. সি. আর. ৬০৯ (৬); বিকাশ চ্যাটার্জি বনাম ভারতীয় এবং আরেকজন (২০০৪) ৭ এস. সি. সি. ৬৩৪ (১৪); এপুরু সুধাকর এবং আরেকজন বনাম এ. পি.সরকার এবং অন্যান্যরা (২০০৬) ৮ এস. সি. সি. ১৬১: [২০০৬] ৭ সম্পূরক এস. সি. আর. ৮১ (১৬)-এর উপর নির্ভর করেছিল।

মুকেশ এবং আরেকজন বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) এবং অন্যান্যরা (২০১৭) ৬ এসসিসি।: [২০১৭] ৬ এসসিআর ১ (২); সুনীল বাত্রা বনাম দিল্লি প্রশাসন এবং অন্যান্যরা (১৯৭৮) ৪ এসসিসি ৪৯৪: [১৯৭৯] ১ এসসিআর ৩৯২ (৬); দেবেন্দ্র পাল সিং ভুল্লার বনাম দিল্লির রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) (২০১৩) ৬ এসসিসি ১৯৫: [২০১৩] ৬ এসসিসিআর ৬৭৬ (১০); কেহর সিং বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৮৯) ১ এসসিসি ২০৪: [১৯৮৮] ৩ সম্পূরক এসসিআর ১১০২ (১১); সতপাল বনাম

হরিয়ানা রাজ্য (২০০০) ৫ এস. সি. সি ১৭০: [২০০০] ৩ এস. সি. আর ৮৫৮ (১৪); নারায়ণ দত্ত এবং অন্যান্যরা বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং আরেকজন (২০১১) ৪ এস. সি. সি ৩৫৩: [২০১১] ৪ এস. সি. আর ৯৮৩ (১৬); মারু রাম বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (১৯৮১) ১ এস. সি. সি ১০৭ (২৬); নারায়ণ দত্ত এবং অন্যান্যরা বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং আরেকজন (২০১১) ৪ এস. সি. সি ৩৫৩: [২০১১] ৪ এস. সি. আর ৯৮৩ (৩১)-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১৭] ৬ এস. সি. আর. ১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২
[২০১৪] ১ এস. সি. আর. ৬০৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৬,১১
[১৯৭৯] ১ এস. সি. আর. ৩৯২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬,২৭
[২০১৩] ৬ এস. সি. আর. ৬৭৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[১৯৮৮] ৩ সম্পূরক এস. সি. আর. ১১০২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[২০০০] ৩ এস. সি. আর. ৮৫৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
(২০০৪) ৭ এস. সি. সি. ৬৩৪	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০০৬] ৭ সম্পূরক এস. সি. আর. ৮১	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৬,৩১
[২০১১] ৪ এস. সি. আর. ৯৮৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬,৩১
(১৯৮১) ১ এস. সি. সি. ১০৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬

ফৌজদারি মূল এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের (ফৌজদারি) রিট পিটিশন নং ৪০।

[ভারতের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে]

আবেদনকারীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জনা প্রকাশ, শ্রীমতী রেবেকা জন, সিনিয়র অ্যাডভান্সেস, শ্রীমতী বৃন্দা গ্রোভার, সিদ্ধার্থ শর্মা, মৃগঙ্ক প্রভাকর, শ্রীমতী নলশ্রী পাঠক, হর্ষ বোরা, শ্রীমতী রথ আপ্পেন্দর, শ্রীমতী প্রবিতা কাশ্যপ, শ্রীমতী যোশিকা সরাফ, গৌতম প্রভাকর, শ্রীমতী সাক্ষী বঙ্গ, শ্রীমতী তানিমা কিশোর, আইনজীবীরা।

তুষার মেহতা, এস. জি., সিরাজ এম. শ্রফ, শ্রীমতী সুপ্রিয়া জুনেজা, শ্রীমতীস্বাতী ঘিল্‌দিয়াল, কানু আগরওয়াল, জিতেন্দ্র কে. আর. ঝা, শ্রীমতী সীমা কোশওয়াহা, এস. নয়নম, অভিলাষা ভারতী, শ্রীমতী বন্দনা রঞ্জন, রজত নায়ার, বি. ভি. বলরাম দাস, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালত কর্তৃক আদেশটি দ্বারা পাস করা হয়েছিল

আর. বানুমথি, বিচারপতি

এই রিট পিটিশনটি ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনকারী-মুকেশ কুমার-একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দোষী দ্বারা দায়ের করা হয়েছে। আবেদনকারী ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তার প্রাণভিক্ষার আবেদন প্রত্যাখ্যানকে বিরোধিতা করে রিট পিটিশন দায়ের করেছেন এবং নিম্নলিখিত ভিত্তিতে তার মৃত্যুদণ্ড, সাজা কমিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছেনঃ

(i)প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে রাখা হয়নি এবং করুণার আবেদন বিবেচনা করার সময় সেগুলিকে বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছিল;

(ii) করুণার আবেদনটি দ্রুত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং পূর্বনির্ধারিত অবস্থান ছিল এবং করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে মনের সম্পূর্ণ প্রয়োগ ছিল না;

(iii) আবেদনকারীর দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্জন কারাবাস যার কারণে আবেদনকারী গুরুতর মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন;

(iv) কারাগারে বন্দীদের কষ্টের মতো প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনা না করা এবং বহিরাগত ও অপ্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনা করা; এবং

(v) আবেদনকারীর করুণার আবেদন বিবেচনা করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও নির্দেশিকা না মানা।

২)বর্তমান রিট আবেদনটি ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আবেদনকারীর করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যানের সাথে সম্পর্কিত। আবেদনকারী নির্ভয়ার মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি, যা ১৬.১২.২০১২ রাতে দিল্লিতে চলন্ত বাসে নির্যাতিতার গণধর্ষণের সাথে সম্পর্কিত। বিচার আদালত ১৩.০৯.২০১৩ তারিখের রায়ে আবেদনকারী এবং অন্যান্য সহ-অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে। হাইকোর্ট ১৩.০৩.২০১৪ তারিখের রায়ে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করে এবং সুপ্রিম কোর্ট ০৫.০৫.২০১৭ তারিখের রায়ে একই রায় নিশ্চিত করে। ০৫.০৫.২০১৭ তারিখের মুকেশ এবং অন্যান্যরা বনাম রাজ্য (এনসিটি অফ দিল্লি) এবং অন্যান্যরা (২০১৭) ৬ এসসিসি ১ মামলায়, এই আদালত বিভিন্ন রায় উল্লেখ করে এবং বিস্তারিত যুক্তি দিয়ে বলেছে যে কোনও প্রশমন বা প্রশমনকারী পরিস্থিতি ছিল না। একইভাবে, বিচার আদালত এবং হাইকোর্টও বিস্তারিত যুক্তি লিপিবদ্ধ করেছে যে ঘটনাটি নৃশংস ছিল এবং "বিরলতম ঘটনাগুলির মধ্যে বিরলতম ঘটনা" বিভাগের মধ্যে পড়ে।

পুনর্বিবেচনার আবেদনটি সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা 'উন্মুক্ত আদালতে শুনানি করা হয়েছিল এবং এটি ০৯.০৭.২০১৮ তারিখের রায় দ্বারা বিবেচনা ও খারিজ করা হয়েছিল। রিট পিটিশনে আবেদনকারী আবেদনকারীর গ্রেপ্তারের দিন থেকেই তারিখ এবং ঘটনাগুলি গণনা করেছেন অর্থাৎ বসন্ত বিহার পিএস-এ নিবন্ধিত এফআইআর নং ৪১৩/২০১২ সম্পর্কিত তার গ্রাম থেকে ১৪.০১.২০২০ পর্যন্ত-যে তারিখে সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীর কিউরেটিভ পিটিশন খারিজ করেছে।

৩)আবেদনকারীর মতে, তার সমস্ত প্রতিকারের পর, তিনি ১৪.০১.২০২০ তারিখে ভারতের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং সংবিধানের ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে এবং তিহার জেল নং ২-এর সুপারিনটেনডেন্টের মাধ্যমে করুণার আবেদন দাখিল করেছেন। তিহার জেল নং ২-এর সুপারিনটেনডেন্ট আবেদনকারীর করুণার আবেদন, তার নামমাত্র তালিকা, আবেদনকারীর সর্বশেষ মেডিকেল প্রতিবেদন , বিচার আদালতের রায় এবং আবেদনকারীর শাস্তির বিবরণ সহ আবেদনকারীর করুণার আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ভারপ্রাপ্ত অফিসার - আইন, কারা, তিহার জেলের কাছে পাঠিয়েছেন। আবেদনকারীর অভিযোগ হল যে, জেল সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক নামমাত্র তালিকায় সুপারিশের বিধান থাকা সত্ত্বেও, তিহার জেলের সুপারিনটেনডেন্ট (কারাগার), যিনি আবেদনকারীকে প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনিই হলেন আবেদনকারী অনুতপ্ত এবং সংস্কার করেছেন কিনা এবং ক্ষমা মঞ্জুরের যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। আবেদনকারীর মতে, কারাগারে তার আচরণ এবং সংস্কার করার ক্ষমতা করুণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

৪)অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারীর করুণার আবেদনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে, ১৫.০১.২০২০ তারিখে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে সরকার আবেদনকারীর করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যানের সুপারিশ করেছে এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছে। আবেদনকারীর করুণার আবেদন ১৫.০১.২০২০ তারিখে বিবাদী নং ১ - লেফটেন্যান্ট গভর্নর কর্তৃক খারিজ করা হয়েছিল। ১৬.০১.২০২০ তারিখে, দিল্লির উত্তরাধিকারী নং ২-এনসিটি আবেদনকারীর করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যানের সুপারিশ করেছেন এবং এটি ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। আবেদনকারীর করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে, ১৭.০১.২০২০ তারিখে বিজ্ঞ দায়রা বিচারক আবেদনকারীকে ০১.০২.২০২০ তারিখে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিয়ে নতুন মৃত্যুদণ্ড পরোয়ানা জারি করেছেন।

৫)আবেদনকারীর কাছে তার করুণার আবেদন বিবেচনার সাথে সম্পর্কিত কোনও নথি না থাকায়, ১৭.০১.২০২০ তারিখে, আবেদনকারী তার আইনজীবীর মাধ্যমে তিহার জেলের সুপারিনটেনডেন্ট, এনসিটি সরকারের

স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং সচিব স্বরাষ্ট্র বিভাগ, ইউওআই-এর কাছে তার করুণার আবেদন সম্পর্কিত সমস্ত নথির জন্য আবেদন করেন। ২০.০১.২০২০ তারিখে, আবেদনকারী তার করুণার আবেদন সম্পর্কিত সমস্ত নথি সরবরাহের জন্য তিহার জেলের সুপারিনটেনডেন্ট, এনসিটি সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং সচিব স্বরাষ্ট্র বিভাগ, ইউওআই-এর কাছে আরটিআই আবেদনও করেন। আবেদনকারীর আইনজীবীর মাধ্যমে জমা দেওয়া আবেদনের পাশাপাশি ২০.০১.২০২০ তারিখের তার আরটিআই আবেদনের জবাবে, তিহার জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ২০.০১.২০২০ থেকে ২৩.০১.২০২০ তারিখের মধ্যে আবেদনকারীকে আবেদনকারীর করুণার আবেদন সম্পর্কিত নথি সরবরাহ করেন।

৬)আবেদনকারীর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতি অঞ্জনা প্রকাশ বলেন যে সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা সাংবিধানিক কর্তব্য এবং নির্দেশিকাগুলির আলোকে এবং অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত। শত্রুঘ্ন চৌহান এবং আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (২০১৪) ৩ এস. সি. সি ১-এর উপর নির্ভর করে এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে করুণার আবেদন প্রেরণ করার সময় মামলার রেকর্ড, বিচার আদালতের রায়, হাইকোর্ট এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি যেমন মামলার নথি , বিচার আদালতের রায়, হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টকে ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে রাখা উচিত এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাদের মতামত পাঠাতে হবে। তিহার জেলের সুপারিনটেনডেন্টের তারিখের উপর নির্ভর করে, প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে শত্রুঘ্ন চৌহানের মতে, প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে রাখা হয়নি এবং প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছে। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী অন্যান্য বিষয়ের সাথে যুক্ত করে বলেন যে, সুনীল বাত্রা বনাম দিল্লি প্রশাসন ও অন্যান্যরা (১৯৭৮) ৪ এসসিসি ৪৯৪ ধারায় বর্ণিত নীতিমালা লঙ্ঘন করে আবেদনকারীকে নির্জন কারাগারে রাখা হয়েছে এবং এই দিকটি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, হেফাজতের সময় আবেদনকারীর কারাগারে থাকা কষ্টের বিষয়টি তার ক্ষমার আবেদন বিবেচনা করার সময় বিবেচনা করা হয়নি।

৭)আবেদনকারীর যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে, জনাব তুষার মেহতা, বিদ্বান সলিসিটর জেনারেল বলেন যে, প্রাণভিক্ষার আবেদনটি প্রেরণ করার সময় শত্রুঘ্ন চৌহানের ২৩ এবং ২৪.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপকরণ ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়েছে। বিদ্বান সলিসিটর জেনারেল বলেন যে শত্রুঘ্ন চৌহান এবং অন্যান্য রায়গুলিতে নির্ধারিত সমস্ত নির্দেশিকা যথেষ্ট পরিমাণে মেনে চলা হয়েছে। নির্জন কারাবাসের যুক্তি সম্পর্কে, বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল দাখিল করেছেন যে কারা মহাপরিচালকের হলফনামা অনুসারে,

আবেদনকারীকে কেবল লোহার দণ্ড খোলা থাকা একটি একক ঘরে রাখা হয়েছিল এবং নিয়ম অনুসারে আবেদনকারী অন্যান্য বন্দীদের সাথে মিশছিলেন এবং এটিকে নির্জন কারাবাসের সাথে তুলনা করা যায় না। যতদূর পর্যন্ত করুণার আবেদন দ্রুত প্রত্যাখ্যানের দাবি, বিদ্বান সলিসিটর জেনারেল বলেছিলেন যে করুণার আবেদনের নিষ্পত্তি করতে বিলম্ব করুণার আবেদনের বিবেচনার ভিত্তি হতে পারে; যদিও করুণার আবেদনের দ্রুত বিবেচনা এবং এটি প্রত্যাখ্যান সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতির আদেশের বিচারিক পর্যালোচনার ভিত্তি হতে পারে না এবং এটি বোঝায় না যে পূর্বনির্ধারিত মন এবং মনের প্রয়োগ ছিল না।

৮)আমরা আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতি অঞ্জনা প্রকাশ এবং ভারত সরকার এবং এনসিটি দিল্লি সরকারের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতাকে শুনেছি এবং তাদের জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি এবং পিটিশনে করা বক্তব্যগুলি পর্যালোচনা করেছি।

৯)এই রিট পিটিশনে যা আপত্তি করা হয়েছে তা হল ভারতের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৭.০১.২০২০ সম্পর্কিত পিটিশন প্রত্যাখ্যান। সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা এই রিট পিটিশনে আবেদনকারী ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁর করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশকে বিভিন্ন কারণে বিরোধিতা করেছেন যে করুণার আবেদনের বিবেচনার নিষ্পত্তি নীতিগুলি অনুসরণ করা হয়নি।

১০)সংবিধানের ৭২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমা, বিরতি, বিরতি বা শাস্তি মওকুফ করার বা কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত কোনও ব্যক্তির সাজা স্থগিত, মওকুফ বা হ্রাস করার ক্ষমতা থাকবে। সংবিধানের ৭২ (১) (সি) অনুচ্ছেদ অনুসারে, যে ক্ষেত্রে সাজা মৃত্যুদণ্ডের সাজা হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা হ্রাসের অন্তর্ভুক্ত, সংবিধানের ১৬১ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, রাজ্যের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রসারিত কোনও বিষয় সম্পর্কিত কোনও আইনের বিরুদ্ধে যে কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত যে কোনও ব্যক্তিকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য রাজ্যপালের একই ক্ষমতা রয়েছে।সংবিধানের ৭২ ও ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা পিটিশনগুলির নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন, যেমন অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পদ্ধতি এবং সমাজের উপর এর প্রভাব এবং এই প্রক্রিয়ায় যে সময় ব্যয় করা হয়েছে তা বিলম্ব হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। দেবেন্দ্র পাল সিং ভুল্লার বনাম দিল্লি রাজ্য (২০১৩) ৬ এস. সি. সি. ১৯৫-এ বলা হয়েছে যে ভারতের সংবিধানের ৭২ ও ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা করুণার আবেদনের নিষ্পত্তি করার জন্য বিভিন্ন কারণ বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১)কেহর সিং বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৮৯) ১ এস. সি. সি. ২০৪ এবং অন্যান্যরা রায়, শত্রুঘ্ন চৌহান এবং আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (২০১৪) ৩ এস. সি. সি. ১-এর উল্লেখ করার পরে, সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ৭২ এবং ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যের রাজ্যপালের ক্ষমতা বিবেচনা করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে এটি একটি সাংবিধানিক কর্তব্য, যা নিম্নরূপঃ-

"১৪)অনুচ্ছেদ ৭২ এবং ১৬১ উভয়ই জনগণের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে স্থাপন করে, যেমন রাষ্ট্রপতি বা কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল, ক্ষেত্রমত, এবং দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যে কোনওটিতেই সীমাবদ্ধতার কোনও শব্দ নির্দেশিত নেই। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল, ক্ষেত্রমত, যথাক্রমে ১২. উক্ত অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগের পদ্ধতি বিবেচনার বিষয়। শত্রুঘ্ন চৌহানের (২৫) অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে, "উক্ত অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগের পদ্ধতি প্রাথমিকভাবে বিবেচনার বিষয় এবং সাধারণত আদালত যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না। তবে, আদালত বিচারিক পর্যালোচনার সীমিত ক্ষমতা বজায় রাখে যাতে সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপাদান বিবেচনা করে।"

১৯)সংক্ষেপে বলতে গেলে, সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি এবং ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপালের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা একটি সাংবিধানিক কর্তব্য। ফলস্বরূপ, এটি কোনও অনুগ্রহ বা বিশেষাধিকারের বিষয় নয় বরং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দায়িত্ব। ক্ষমা করার ক্ষমতা মূলত একটি নির্বাহী পদক্ষেপ, যা ন্যায়বিচারের সহায়তায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন, এর অমান্য করে নয়। অধিকন্তু, এটি সুস্পষ্ট যে ভারতীয় সংবিধানের ৭২/১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা মন্ত্রী পরিষদের সহায়তা এবং পরামর্শে প্রয়োগ করা হবে।"

১২)উক্ত ধারাগুলির অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি বিচক্ষণতার বিষয়। শত্রুঘ্ন চৌহানের অনুচ্ছেদ (২৫) এ সুপ্রিম কোর্ট স্থির করেছে যে "উল্লিখিত ধারাগুলির অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি মূলত বিচক্ষণতার বিষয় এবং সাধারণত আদালত যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না। তবে, আদালত বিচারিক পর্যালোচনার সীমিত ক্ষমতা বজায় রাখে যাতে সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপকরণ বিবেচনা করে তা নিশ্চিত করা যায়।"

১৩)সুপ্রিম কোর্ট ধারাবাহিকভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে সংবিধানের ৭২ এবং ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্বাহী আদেশগুলি সীমিত বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয় হওয়া উচিত। শত্রুঘ্ন চৌহানের ক্ষেত্রে, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ

"২২,..... অতএব, নিষ্পত্তিকৃত আইনি প্রস্তাবের বিষয়ে কোনও বিরোধ নেই যে ধারা ৭২/১৬১ এর অধীনে ব্যবহৃত ক্ষমতা সীমিত বিচারিক পর্যালোচনার বিষয় হতে পারে। (দেখুন কেহর সিং বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৮৯) ১ এস.সি.সি.২০৪, অশোক কুমার বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৯১) ৩ এস.সি.সি.৪৯৮, স্বরণ সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (১৯৯৮) ৪ এস.সি.সি.৭৫, সতপাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০০০) ৫ এস.সি.সি.১৭০ এবং বিকাশ চ্যাটার্জী বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (২০০৪) ৭ এস.সি.সি.৬৩৪।)"

১৪)ভারতের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের আবেদনের বিচারিক পর্যালোচনার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে সতপাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০০০) ৫ এস. সি. সি ১৭০-তে যা বিকাশ চ্যাটার্জি বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং আরেকজজন (২০০৪) ৭ এস. সি. সি ৬৩৪-এর সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা অনুমোদনের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে এটি নিম্নরূপ ছিলঃ

৯)সতপাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০০০) ৫ এস. সি. সি ১৭০ মামলায় এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তে এই কারণগুলি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছেঃ (i) রাজ্যপাল সরকারের পরামর্শ ছাড়াই ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন; বা (ii) গভর্নর তাঁর এখতিয়ার লঙ্ঘন করছেন; বা (iv) গভর্নরের সিদ্ধান্ত কোনও বহিরাগত বিবেচনার ভিত্তিতে; বা (v) দুর্বোধ্য। এই ভিত্তিতেই আদালত ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপালের আদেশ বা সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতির আদেশ সম্পর্কিত বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

১০)মারু রাম বনাম ভারতীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে, বেঞ্চ উল্লেখ করেছে যে ৭২ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা সংবিধানের দ্বারা ইউনিয়নের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহীর উপর ন্যস্ত একটি উচ্চ বিশেষ ক্ষমতা। সংবিধান বেঞ্চ আরও বলেছে যে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় আদালত মনে রাখবে যে, যেখানে কোনও ক্ষমতা অত্যন্ত উচ্চ কর্তৃত্বের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, সেখানে অবশ্যই অনুমান করতে হবে যে উক্ত কর্তৃপক্ষ বিষয়টির সমস্ত দিকের উদ্দেশ্যমূলক বিবেচনার পরে যথাযথভাবে এবং যত্ন সহকারে কাজ করবে এবং আরও বেশি, ক্ষমতা যত বেশি হবে তার অনুশীলন তত বেশি সতর্ক হবে।"

১৫)যদিও ভারতের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে ভারতের রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত, তবে কারণগুলি তাই খুব সীমিত, বিকাশ চ্যাটার্জির সাংবিধানিক বেঞ্চ নিম্নরূপ স্থির করেছেঃ-

৮)যদিও সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে পিটিশনের উপর ভারতের রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত বিচারিক পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত, তবে এর কারণগুলি খুব সীমিত। মারু রাম বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৮১) ১ এস. সি. সি ১০৭-এর সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তে এই আদালত রায় দিয়েছে যে এটি কেবল সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভিত্তিতে বা ভারতের রাষ্ট্রপতির অযৌক্তিক, বৈষম্যমূলক বা দুর্বোধ্য সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোনও বিবেচনা বা বিবেচনার মামলা নয় যা বিচারিক পর্যালোচনার ভিত্তি প্রদান করতে পারে।

১৬)পুরু সুধাকর এবং আরেকজন বনাম এ. পি.সরকার এবং অন্যান্যরা (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ১৬১-এ, এটি নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছিলঃ

"৩৪)অতএব, এই অবস্থান অনস্বীকার্য যে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের ৭২ অনুচ্ছেদ বা ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে, যথাসম্ভব, আদেশের বিচারিক পর্যালোচনা উপলব্ধ এবং নিম্নলিখিত ভিত্তিতে তাদের আদেশের বিরোধিতা করা যেতে পারে:

(ক) কোনও বিচক্ষণতা ছাড়াই আদেশটি পাস করা হয়েছে;

(খ) আদেশটি অসৎ উদ্দেশ্যে;

(গ) যে আদেশটি বহিরাগত বা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনার ভিত্তিতে পাস করা হয়েছে;

(ঘ) যে প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছে;

(ঙ) যে আদেশটি স্বেচ্ছাচারিতার শিকার।

৩৫)বিজ্ঞ আদালতের বন্ধু দ্বারা দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও তুলে ধরা হয়েছিল; একটি ক্ষমা/ক্ষমা প্রদানের আদেশে কারণ নির্দেশ করার আকাঙ্ক্ষিততার সাথে সম্পর্কিত এবং অন্যটি ছিল সমানভাবে আরও বেশি ক্ষমা/ক্ষমা প্রদানের আদেশ প্রত্যাহারের ক্ষমতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যদি পরবর্তীকালে, কিছু প্রাসঙ্গিক উপাদান বিবেচনা করা হয়নি বা ব্যাপক মূল্যের কিছু উপাদান বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছে তা দেখানোর জন্য উপকরণ স্থাপন করা হয়। সম্মানিত আদালতের বন্ধু অনুসারে, কারণগুলি নির্দেশ করতে হবে, যার অনুপস্থিতিতে বিচারিক পর্যালোচনার অনুশীলন প্রভাবিত হবে।"

একই দৃষ্টিভঙ্গি নারায়ণ দত্ত এবং অন্যান্যরা বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং আরেকজন (২০১১) ৪ এস. সি. সি ৩৫৩-এ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

১৭)এই আদালত কর্তৃক গৃহীত ধারাবাহিক দৃষ্টিভঙ্গি হল যে, করুণার আবেদনের উপর ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ খুব সীমিত এবং এটি কেবল নিম্নলিখিত ভিত্তিতে বিরোধিতার বিষয় হতে পারেঃ

(ক) যে আদেশটি মনের প্রয়োগ ছাড়াই পাস করা হয়েছে;

(খ) যে আদেশটি দুর্বোধ্য;

(গ) যে আদেশটি বহিরাগত বা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনার ভিত্তিতে পাস করা হয়েছে;

(ঘ) যে প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছে; এবং

(ঙ) যে আদেশটি স্বেচ্ছাচারিতার শিকার।

১৮)উপরের নীতিগুলির আলোকে, আসুন আমরা বর্তমান রিট পিটিশন এবং আবেদনকারীর দ্বারা অনুরোধ করা ভিত্তিগুলি বিবেচনা করি, আবেদনকারী প্রাথমিকভাবে করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশকে বিরোধিতা করার জন্য নিম্নলিখিত ভিত্তিগুলি উত্থাপন করেছেনঃ

(i)প্রাসঙ্গিক উপকরণ না পাঠানো এবং মনের প্রয়োগ না করা এবং প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনা করতে ব্যর্থতা;

(ii) নামমাত্র তালিকায় তিহার জেলের সুপারিনটেনডেন্টের সুপারিশের অনুপস্থিতি;

(iii) কারাগারে আবেদনকারীর ভোগান্তি;

(iv) নির্জন কারাবাস;

(v) মন প্রয়োগ না করে পিটিশনটি দ্রুত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে,

১৯)পুনঃ: বিষয়বস্তুঃ ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে প্রাসঙ্গিক উপকরণ এবং প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছিলঃ 'শত্রুঘ্ন চৌহানের উপর নির্ভর করে, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষমতা কোনও অনুগ্রহের কাজ নয়, বরং ভারতের রাষ্ট্রপতি বা কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শত্রুঘ্ন চৌহান মামলা এবং অন্যান্য রায়ে বর্ণিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি এবং উপকরণ ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে উপস্থাপন করা উচিত ছিল বলে দাখিল করা হয়েছিল। তিহার কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিনটেনডেন্টের কার্যালয় থেকে ১৪.০১.২০২০ তারিখের যোগাযোগের

প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছিল যে সংযুক্তি পি/২-তে বর্ণিত মাত্র চারটি নথি যেমন (i) মুকেশ পুত্র মাঙ্গে লালের নামীয় তালিকা; (ii) সর্বশেষ মেডিকেল প্রতিবেদন; (iii) বিচার আদালতের রায়; এবং (iv) শাস্তির বিশদ বিবরণ রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে বলে বলা হয় এবং প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়নি।বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী বলেছেন যে (i) পিডব্লিউ ৪৫ দ্বারা প্রদর্শিত ডিএনএ প্রতিবেদন ; (ii) ওডন্টোলজি প্রতিবেদন ; (iii) ধারা ১৫৪ সি.আর.পি.সি. এর অধীনে অভিযোগ; (iv) মামলা ডায়েরি এবং অভিযোগপত্র এবং অন্যান্য নথি যা আবেদনকারীর নির্দোষতা প্রমাণ করবে তা রাষ্ট্রপতির সামনে রাখা হয়নি এবং এইভাবে প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি ভারতের রাষ্ট্রপতির বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছিল।

২০)ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে উপস্থাপিত প্রাসঙ্গিক নথি সম্পর্কে প্রশ্ন বিবেচনা করে এবং শত্রুঘন চৌহান মামলায় এপুরু সুধাকর বনাম এ. পি. রাজ্য (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ১৬১ উল্লেখ করার পর সুপ্রিম কোর্ট স্থির করেছেঃ

২৪.২) এপুরু সুধাকর বনাম এ. পি. রাজ্য (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ১৬১-এ, এই আদালত এইভাবে স্থির করেছেঃ

৩৫)বিজ্ঞ আদালতের বন্ধু দ্বারা দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও তুলে ধরা হয়েছিল; একটি ক্ষমা/ক্ষমা প্রদানের আদেশে কারণ নির্দেশ করার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত এবং অন্যটি ক্ষমা/ক্ষমা প্রদানের আদেশ প্রত্যাহারের ক্ষমতা সম্পর্কিত একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল, যদি পরবর্তীকালে, কিছু প্রাসঙ্গিক উপকরণ বিবেচনা করা হয়নি বা ব্যাপক মূল্যের কিছু উপাদান বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছিল তা দেখানোর জন্য উপকরণ স্থাপন করা হয়। বিজ্ঞ আদালতের বন্ধু অনুসারে, কারণগুলি নির্দেশ করতে হবে, যার অনুপস্থিতিতে বিচারিক পর্যালোচনার অনুশীলন প্রভাবিত হবে।

১০৩..... উদাহরণস্বরূপ, করুণার আবেদন প্রাপ্তির পরে, সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত নথি/উপকরণ আহ্বান করতে হয়। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত উপকরণের পরিবর্তে টুকরো টুকরো নথি আহ্বান করা উচিত। যখন বিষয়টি রাষ্ট্রপতির সামনে রাখা হয়, তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিচার আদালত , হাইকোর্ট এবং চূড়ান্ত আদালতের রায়ের মতো সমস্ত উপকরণ যেমন সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক উপাদান একবারে জমা দেওয়া এবং টুকরো টুকরো নথি আহ্বান না করা বাধ্যতামূলক।"

২১)আবেদনকারীর দায়ের করা প্রাণভিক্ষার আবেদনের বিবেচনার জন্য তিহারের কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক সংযুক্তি পি/২-এ বর্ণিত নথিগুলি ছিল তিহারের কারাগার সদর দফতরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (আইন)-এর কাছে পাঠানো নথি। চারটি নথি অর্থাৎ (i) মুকেশ পুত্র মাঙ্গে লালের মনোনীত তালিকা; (ii) সর্বশেষ চিকিৎসা প্রতিবেদন; (iii) বিচার আদালতের রায়; এবং (iv) সংযুক্তি পি/২-এর শাস্তির বিবরণ সম্ভবত সুপারিনটেনডেন্টের কাছে উপলব্ধ একমাত্র নথি ছিল বা তিহারের কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিনটেনডেন্টের কাছ থেকে ডাকা হয়েছিল। এই যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা নেই যে কেবলমাত্র উপরের চারটি নথিই ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত সামগ্রী ছিল।

২২)এই প্রসঙ্গে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব একটি হলফনামা দাখিল করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে শত্রুঘ্ন চৌহান মামলার পারস (২৩) এবং (২৪.২)-এ বর্ণিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়েছিল এবং বিস্তারিত পরীক্ষার পরে রাষ্ট্রপতি '১৭.০১.২০২০'-এ করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। নিজেদের সন্তুষ্ট করার জন্য, আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, দিল্লির এনসিটি এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কার্যালয়ের যোগাযোগ সম্বলিত দুটি ফাইল এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে রাখা নোট সম্বলিত ফাইলটি পড়েছি।দিল্লির এন. সি. টি থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপ-সচিব (বিচার বিভাগ)-কে লেখা ১ নম্বর চিঠির প্রচ্ছদ থেকে দেখা যায় যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি যেমন, বিচার আদালত, হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং মামলার নথির সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার অনুলিপি এবং আবেদনকারী এবং অন্যান্য সহ-অভিযুক্তদের দ্বারা দায়ের করা পর্যালোচনা/কিউরেটিভ পিটিশনের বিবরণ সহ আবেদনকারীর বর্তমান অবস্থা এবং অন্যান্য বিবরণ যেমন অতীতের ফৌজদারি ইতিহাস, আবেদনকারীর পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং এন. সি. টি, দিল্লি সরকারের সুপারিশগুলি দিল্লির এন. সি. টি দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করার জন্য প্রাণভিক্ষার আবেদন সহ পাঠানো হয়েছিল।নোটটি পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে সমস্ত নথি বিবেচনা করা হয়েছিল এবং প্রাসঙ্গিক নথি এবং পার্শ্ববর্তী অপরাধের তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতি করুণার আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছিল এই যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা নেই।

২৩)যতদূর পর্যন্ত নথিগুলি সম্পর্কিত (i) পিডব্লিউ ৪৫ দ্বারা প্রদর্শিত ডিএনএ প্রতিবেদন ; (ii) ওডোন্টোলজি প্রতিবেদন ; (iii) ধারা ১৫৪সি.আর.পি.সি. এর অধীনে অভিযোগ; (iv) কেস ডায়েরি এবং অভিযোগপত্রএবং মৃত্যু ঘোষণা ইত্যাদির মতো অন্যান্য নথি, সেগুলি হল সেই উপকরণ যার উপর নির্ভর করে আবেদনকারী তার প্রতিরক্ষা পেশ করেছেন।

আবেদনকারীর প্রতিরক্ষা এবং উপরোক্ত উপকরণগুলি বিচার আদালত, হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট বিবেচনা করেছিল এবং আবেদনকারীর দ্বারা উপস্থাপিত প্রতিরক্ষা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আবেদনকারী-অভিযুক্তের উপর নির্ভর করা প্রতিটি উপাদান রাষ্ট্রপতির সামনে রাখার প্রয়োজন নেই। আবেদনকারীর যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা নেই যে প্রাসঙ্গিক সামগ্রী রাষ্ট্রপতির বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছিল।

২৪)তিহার জেলের সুপারিনটেনডেন্টের সুপারিশের অনুপস্থিতিঃ-তিহারের কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিনটেনডেন্ট নামমাত্র রোল পাঠিয়েছেন। নামমাত্র রোলের কলাম নং ২৩ "জেল সুপারিনটেনডেন্টের সুপারিশ, যদি থাকে"-এর সাথে সম্পর্কিত। আবেদনকারীর দ্বারা অনুরোধ করা একটি কারণ হল 'জেল সুপারিনটেনডেন্টের সুপারিশ ছাড়াই করুণার আবেদন প্রেরণ করা যা নির্দেশিকা অনুসারে প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা। আবেদনকারীর মতে, কারাগারে আবেদনকারীর আচরণ এবং তার অনুশোচনা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য জেলের সুপারিনটেনডেন্টই সঠিক ব্যক্তি এবং আবেদনকারী সংস্কার করেছেন। আবেদনকারীর বিদ্বান আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে কলাম নং ২৩ ফাঁকা রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং এইভাবে, নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করা হয়নি। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে তিহার কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিনটেনডেন্টের সুপারিশ আহ্বান করা উচিত ছিল কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর মতামত দিতে পারতেন যে কারাগারে বন্দীর আচরণ ভাল এবং আবেদনকারী অনুতপ্ত কিনা এবং এটি করুণার আবেদনের বিবেচনার জন্য উপযুক্ত মামলা কিনা।

২৫)সুপারিনটেনডেন্ট দ্বারা তার উপর থাকা কলাম অনুসারে বিভিন্ন বিবরণ দেওয়ার জন্য নামমাত্র রোল পাঠানো হয়, যদিও কলাম নং ২৩ জেল সুপারিনটেনডেন্টের সুপারিশগুলির সাথে সম্পর্কিত, তবে ২ নম্বর কলামে" "জেল সুপারিনটেনডেন্টের সুপারিশ, যদি থাকে" "শব্দটি রয়েছে বলে জেল সুপারিনটেনডেন্টের সুপারিশ করা বাধ্যতামূলক নয়। যদিও কলাম নং ২৩ তিহার জেলের সুপারিনটেনডেন্টের সুপারিশের সাথে সম্পর্কিত," "যদি থাকে" "শব্দটি ইঙ্গিত করে যে সুপারিনটেনডেন্ট তার মন্তব্য/সুপারিশ দিতে পারেন বা দিতে পারেন না।এ ছাড়া, ভারতের রাষ্ট্রপতির উচ্চ পদমর্যাদা এবং রাষ্ট্রপতি যে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করছেন তা বিবেচনা করে, বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল যথাযথভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সুপারিনটেনডেন্টের পক্ষে সুপারিশ করা উপযুক্ত নাও হতে পারে বা পরিস্থিতির প্রয়োজন না হলে কারাগারে বন্দীদের পরবর্তী আচরণ সম্পর্কে জেল সুপারিনটেনডেন্টের মতামত চাওয়া কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল না।

২৬)এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা "মৃত্যুদণ্ডের মামলায় করুণার আবেদন সম্পর্কিত পদ্ধতি" নির্দেশিকাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্ত সাত দফা নির্দেশিকাগুলিকে "করুণার আবেদনগুলি মোকাবেলার জন্য নির্দেশিকা" বলা হয়, যা নিম্নরূপঃ-

(i)দোষী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব (যেমন বয়স, লিঙ্গ বা মানসিক ঘাটতি)।

(ii) আপিল আদালত কি প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও দোষী সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

(iii) মূলত একটি নতুন তদন্ত ন্যায়সঙ্গত কিনা তা দেখার লক্ষ্যে নতুন প্রমাণ পাওয়া যায় বলে মনে করেন?

(iv) আপিলের ভিত্তিতে আদালত কি সাজার মেয়াদ বাড়িয়েছে?

(v) হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেঞ্চে কি কোনও মতপার্থক্য রয়েছে যা তৃতীয় বিচারপতির কাছে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে?

(vi) যদি এটি একটি গণহত্যার মামলা হয়, তাহলে দায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল?

(vii) তদন্ত ও বিচারে কি দীর্ঘ বিলম্ব হয়েছিল?

আবেদনকারীর অভিযোগ হল যে, প্রত্যর্থীরা আবেদনকারীর করুণার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন, যা আইনের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিশীল নয়। যেমনটি সংবিধান বেঞ্চ মারু রাম বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা (১৯৮১) ১ এস. সি. সি ১০৭ এবং অন্যান্য মামলায় বলেছে এবং বিকাশ অভিযোগপত্রের উল্লেখ করেছে, আদালতকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যেখানে ক্ষমতা অত্যন্ত উচ্চ কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত, সেখানে অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে উক্ত কর্তৃপক্ষ বিষয়টির সমস্ত দিক বিবেচনা করবে। আমরা ধরে নেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাই না যে উপরের নির্দেশিকাগুলি মাথায় রাখা হয়নি।

২৭)আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেছেন যে আবেদনকারী দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্জন কারাবাসে রয়েছেন এবং এটি সুনীল বাত্রা বনাম দিল্লি প্রশাসন ও অন্যান্যরা (১৯৭৮) ৪ এস. সি. সি ৪৯৪ এবং শত্রুঘ্ন চৌহান মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনের গুরুতর লঙ্ঘন।

২৮)কারা আইনের ধারা ৩০(২) এ উল্লেখিত হেফাজতে পৃথকীকরণ কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কর্তৃক ক্ষমার আবেদন খারিজ হওয়ার পরেই প্রযোজ্য এবং কেবলমাত্র তখনই ব্যক্তি "মৃত্যুদণ্ডের অধীনে" থাকে যা কারা আইনের ধারা ৩০(২) এ উল্লেখিত

হেফাজতে পৃথকীকরণকে আকর্ষণ করে, শত্রুঘ্ন চৌহানের ক্ষেত্রে, এটি নিম্নরূপে স্থির করেছেঃ-

৯০)অতএব, সুনীল বাত্রা বনাম দিল্লি প্রশাসন (১৯৭৮) ৪ এস. সি. সি ৪৯৪-এ বলা হয়েছে যে, একক কারাবাস, যদিও সামান্যভাবে সংশোধন করা হয়েছে, 'বি' কারাগার আইনের ৩০ ধারা দ্বারা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের জন্য অনুমোদিত নয়। ৩০ (২) ধারার অধীনে গুরুত্বপূর্ণ রায় হল যে কোনও ব্যক্তি 'মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত' নয়, এমনকি দায়রা আদালত তাকে হাইকোর্টের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে মৃত্যুদণ্ড দিলেও। হাইকোর্ট নিশ্চিতকরণ বা নতুন করে আপিলের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড আরোপ করলেও তিনি 'মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত' নন।যদিও এই আদালত মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে, তবুও বলা হয়েছে যে ৩০ ধারা তাকে অন্তর্ভুক্ত করে না যতক্ষণ না সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত রাজ্যপাল এবং/অথবা রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর করুণার আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। অবশ্যই, একবার রাজ্যপাল ডি এবং রাষ্ট্রপতি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলে, এবং আরও আবেদনের পরে, কর্তৃপক্ষের দ্বারা মৃত্যুদণ্ডের কোনও স্থগিতাদেশ না থাকলে, ব্যক্তিটি মৃত্যুদণ্ডের অধীনে থাকে। সেই অন্তর্বর্তী সময়ে, তিনি ৩০ (২) ধারায় নির্দিষ্ট হেফাজতের পৃথকীকরণকে আকর্ষণ করেন, যা বিধানের জন্য নির্ধারিত উন্নততর অর্থ সাপেক্ষে। "মৃত্যুদণ্ডের অধীনে" মানে "শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডযোগ্য মৃত্যুদণ্ডের অধীনে থাকা।"

২৯)যদিও অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারী সুনীল বাত্রার নীতি লঙঘন করে ০৮ মাস ০৯ দিন ধরে নির্জন কারাগারে রয়েছেন, তবুও বিবাদীরা তা অস্বীকার করেছেন। তাঁর হলফনামায়, ডিরেক্টর জেনারেল, প্রিজনস এই দাবি অস্বীকার করেছেন যে আবেদনকারীকে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছিল। বলা হয়েছে যে নিরাপত্তার কারণে, আবেদনকারীকে একাধিক একক কক্ষ এবং ওয়ারাকের একটি ওয়ার্ড-এ রাখা হয়েছিল এবং উক্ত একক ঘরে লোহার বারগুলি বাতাসের জন্য খোলা ছিল এবং এটিকে নির্জন কারাবাস/একক সেলের সাথে তুলনা করা যায় না। এটি বলা হয়েছে যে একক ঘরে রাখা বন্দী/আবেদনকারী বেরিয়ে আসে এবং নিয়ম অনুসারে অন্যান্য জি-বন্দীদের মতো প্রতিদিন কারাগারে অন্যান্য বন্দীদের সাথে মিশে যায়। ডিরেক্টর জেনারেল, কারাগারের কাছে দায়ের করা হলফনামায় বর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, আবেদনকারীর যুক্তি যে তাকে সুনীল বাত্রা বনাম দিল্লি প্রশাসন এবং অন্যান্যরা (১৯৭৮) ৪ এসসিসি ৪৯৪-এর নীতি লঙঘন করে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছে তা গ্রহণ করা যায় না।সুতরাং এটি আবেদনকারীর করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যান করার আদেশের পর্যালোচনার ভিত্তি হতে পারে না।

৩০)কারাগারে অভিযুক্ত ভোগান্তিঃ- আমাদের দয়া আবেদনের মাধ্যমে আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে, দয়া আবেদনে আবেদনকারী অভিযুক্ত ভোগান্তির কথা বর্ণনা করেছেন এবং কারাগারে তাকে মারধর করা হয়েছিল এবং যৌন হয়রানি করা হয়েছিল এবং কারাগারে প্রতিদিন ভুগছিলেন। আবেদনকারী আরও বলেছেন যে তার ভাই রাম সিংকে আসলে হত্যা করা হয়েছিল যদিও তার মৃত্যুকে "আত্মহত্যা" হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল এবং তার ভাইয়ের মৃত্যুর কারণে আবেদনকারী "চিরস্থায়ী ভয়ে" বসবাস করছিলেন। বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে কারাগারে তার ভোগান্তির বিষয়ে আবেদনকারীর করা বক্তব্যগুলি তার ক্ষমা আবেদন প্রত্যাখ্যান করার সময় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

৩১)নারায়ণ দত্ত এবং অন্যান্যরা বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং আরেকজন (২০১১) ৪ এস.সি.সি.৫৩, এপুরু সুধাকর এবং আরেকজন বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এবং অন্যান্যরা (২০০৬) ৮ এস.সি.সি.৬১ এবং শত্রুঘ্ন চৌহান মামলায় নিষ্পত্তিকৃত আইনি অবস্থান অনুসারে, সংবিধানের ৭২/১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সেই ভিত্তিতেই বিরোধিতা করা যেতে পারে যেখানে উল্লেখিত কারণগুলি রয়েছে। কারাগারে কথিত দুর্ভোগ সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনকারীর করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া নির্বাহী আদেশের বিচারিক পর্যালোচনার ভিত্তি হতে পারে না।

৩২)আবেদনকারীর করুণার আবেদন বিবেচনা এবং দ্রুত প্রত্যাখ্যান - পর্যালোচনার কারণ নয়:- আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে মনের প্রয়োগ ছিল না এবং পুরো বিষয়টি পক্ষপাতদুষ্ট এবং পূর্বনির্ধারিত মনের সাথে এগিয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে ১৪.০১.২০২০ তারিখে নিরাময়মূলক আবেদন খারিজ করার পর, আবেদনকারী করুণার আবেদন জমা দিয়েছিলেন যা সুপারিনটেনডেন্ট একই দিনে প্রেরণ করেছিলেন এবং আবেদনকারীর করুণার আবেদন পাওয়ার ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে, দিল্লির এনসিটি সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে সরকার আবেদনকারীর করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যানের সুপারিশ করেছে। আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারীর করুণার আবেদন "হালকা গতিতে" লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং ১৬.০১.২০২০ তারিখে, দিল্লি সরকার। ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে আবেদনকারীর করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যানের সুপারিশ করে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয় এবং রাষ্ট্রপতি ১৭.০১.২০২০ তারিখে তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতএব, এটি দাখিল করা হয়েছিল যে আবেদনকারীর করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে কোনও বিচক্ষণতা ছিল না কারণ এটি "হালকা গতিতে" এবং পূর্বনির্ধারিত মনের সাথে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৩৩)আবেদনকারী ০৮.০১.২০২০ তারিখে সুপ্রিম কোর্টে নিরাময়মূলক আবেদন দাখিল করেন এবং ১৪.০১.২০২০ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে দেয়। আবেদনকারী ১৪.০১.২০২০ তারিখে ভারতের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে করুণার আবেদন দাখিল করেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর ১৫.০১.২০২০ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রাসঙ্গিক নথিসহ তা পাঠান। ১৬.০১.২০২০ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রাসঙ্গিক রেকর্ডসহ তা পাঠানো হয়। বিষয়টি বিবেচনা করার পর, ভারতের রাষ্ট্রপতি ১৭.০১.২০২০ তারিখে আবেদনকারীর করুণার আবেদন খারিজ করে দেন এবং আবেদনকারীকে খারিজের বিষয়ে অবহিত করা হয়।

৩৪)মারু রাম মামলায় সংবিধান বেঞ্চের রায় অনুযায়ী এবং বিকাশ চ্যাটার্জির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আদালত মনে রাখবে যে, যেখানে ক্ষমতা অত্যন্ত উচ্চ কর্তৃত্বের হাতে ন্যস্ত, সেখানে অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে, উক্ত কর্তৃপক্ষ বিষয়টির সমস্ত দিক বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবেচনা করার পরে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করবে। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে রাখা নোটটি একটি বিস্তারিত নোট এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপকরণ ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে রাখা হয়েছিল এবং তা বিবেচনা করার পরে, করুণার আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।শুধুমাত্র আবেদনকারীর করুণার আবেদন দ্রুত বিবেচনা ও প্রত্যাখ্যানের কারণে, এটি ধরে নেওয়া যায় না যে বিষয়টি পূর্বনির্ধারিত মন নিয়ে এগিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

৩৫)বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল ঠিকই বলেছেন, করুণার আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭২/১৬১-এর অধীনে গৃহীত আদেশের বিচারিক পর্যালোচনার আহ্বানের ভিত্তি হতে পারে। তবে করুণার আবেদনটি দ্রুত বিবেচনা করা এবং দ্রুত প্রত্যাখ্যান করা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭২/১৬১-এর অধীনে গৃহীত আদেশের বিচারিক পর্যালোচনার ভিত্তি হতে পারে না। এমনকি এটি বোঝায় না যে পূর্বনির্ধারিত মন এবং মনের প্রয়োগ ছিল না।

৩৬)ফলস্বরূপ, আমরা আবেদনকারীর 'করুণার আবেদন' প্রত্যাখ্যান করে ভারতের রাষ্ট্রপতির আদেশের বিচারিক পর্যালোচনার জন্য কোনও ভিত্তি খুঁজে পাই না এবং এই আবেদনটি খারিজ হওয়ার যোগ্য। সেই অনুযায়ী রিট পিটিশন খারিজ করা হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান

রিট পিটিশন খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal